তারিখ 28 JUL 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

The Daily Star

আলোচনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষরা

কোরআন-হাদিস দিয়েই জঙ্গিবাদের মোকাবেলা

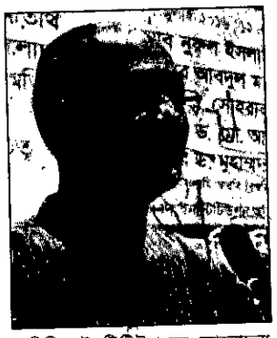

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ■ সমকাল

■ বিশেষ প্রতিনিধি

যারা কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে নিষ্পাপ তরুণদের জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে, কোরআন-হাদিস দিয়েই তাদের মোকাবেলা করতে হবে। এ জন্য 'জিহাদ' ও 'জঙ্গিবাদের' মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতে একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন সারাদেশের স্নাতক (ফাজিল) ও স্নাতকোত্তর (কামিল) মাদ্রাসার অধ্যক্ষরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আলেমদের ভূমিকা' শীর্ষক

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

কোরআন-হাদিস দিয়েই

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

আলোচনা সভায় বক্তারা এ দাবি জানান। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে সারাদেশের এক হাজার ৩০০ ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষরা এ আলোচনায় অংশ নেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েই উগ্রবাদীদের সঠিক পথে আনা সম্ভব। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে জঙ্গি তৎপরতা রোধে নজরদারি জোরদার করতে হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ফরিদগঞ্জ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. এ কে মাহবুবুল হক বলেন, ইসলাম কায়েমের নামে অন্যকে হত্যা করা ইসলাম নয়। এটা সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের মোকাবেলা করা আলেমদের ইমানি দায়িত্ব। তিনি বলেন, কোরআনে জিহাদের আয়াতগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণদের সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে। এ জন্য আলেমদের জিহাদ ও জঙ্গিবাদের পার্থক্য তুলে ধরতে হবে। কোরআন-হাদিসের যে আয়াতগুলোকে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এর মোকাবেলা কোরআনের আয়াত দিয়েই করতে হবে। তিনি কোরআনের জিহাদ-সংক্রান্ত সব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যার একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার দাবি জানান। সরকার এই পাণ্ডুলিপি একটি উচ্চসম্পন্ন কমিটি দিয়ে মূল্যায়নের পর দেশের সব প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার দাবি জানান।

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মাওলানা হুমাস উদ্দিন বলেন, আলেমদের মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য একটি মহল এখনও তৎপরতা চালাচ্ছে। এদের চিহ্নিত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেসব আলেম বিতর্কিত বক্তা জাকির নায়েকের পিস টিভিতে বক্তা ছিলেন বা তার অনুসারী, তাদেরও গ্রেফতার করতে হবে। মাদ্রাসায় জঙ্গি নেই– এ কথা ভেবে আমাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস করলে চলবে না। আমাদের অতি আত্মবিশ্বাসে জঙ্গিরা এখানে ভিড় করতে পারে। এ জন্য সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) হেলাল উদ্দিন বলেন, ছাত্র ভর্তির সময় তার ব্যক্তিগত তথ্যের বাইরে তাকে চেনে, তার সম্পর্কে তথ্য দিতে পারবে, এ রকম ব্যক্তিদেরও তথ্যগুলো নেওয়া থাকলে অনেক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষকই ছাত্রদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। ক্লাসরুমে লেকচার ছাড়াও তার আচার-আচরণ লক্ষ্য করতে পারেন শিক্ষকরা। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে কাউন্সেলিং করে সঠিক পথে আনার ব্যবস্থা করুন।

শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, বিপথগামী এসব তরুণের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে খুব দ্রুত তাদের সঠিক পথে আনা সম্ভব। তিনি বলেন, এদের এখনই প্রতিরোধ করতে না পারলে ইরাক, আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্কলারশিপ এবং ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কয়েকটি দেশ। আলেম সমাজ এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম ছায়েফউল্যা, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মোমতাজী প্রমুখ।